দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে নৈশ বিদ্যালয়

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র অচল। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষার হার এখনও এক-চতুর্থাংশেরও কম। দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার বাড়ছে না। তাছাড়া বছরের পর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যাসংকুল হয়ে উঠছে। অনেক অভিভাবকই তাদের সন্তানদের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় পড়ার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম। দেশের সর্বত্রই এমন অসংখ্য ছেলে-মেয়ে আছে যারা শুধু আর্থিক সংকটের জন্যই বিদ্যালয় ত্যাগ করে না বরং আর্থিক সংকট দূর করার জন্য উপার্জন করতে হয় বলে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯% শিশু স্কুলের মুখ দেখতে পারে না, ৩৭% শিশু শ্রমিক এবং যত সংখ্যক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় তাদের ৮০% প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করে না। ৪৬% শিশু দারিদ্রের কারণে স্কুল ছাড়ে। এমতাবসথায় প্রতিটি গ্রামে বা এলাকাভিত্তিক যদি নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অচিরেই নিরক্ষরতার হার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। এর সপক্ষে নিম্নের যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা যায়ঃ

(১) নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিশু শ্রমিকরা তাদের দিবা-কাজকর্ম শেষ করে রাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

(২) নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়স্কদের সুফল শিক্ষা দান করে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব।

(৩) নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, ধর্মের নামে অবাস্তব ও অসামাজিক ধ্যান-ধারণা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতার কারণ ও প্রতিকারের উপায়, দারিদ্রতা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্যক ধারণা দেয়া যাবে।

(৪) নৈশ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়বে বলে দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়া শিখাতে আপত্তি করবেন না।

(৫) নৈশ বিদ্যালয় চালু করলে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয়ভার অনেকাংশে কমে যাবে।

(৬) নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সার্বজনীন ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।

(৭) মায়ের শিক্ষাই শিশুদের ভবিষ্যতের বুনিয়াদ—এ আদর্শকে সামনে রেখে নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অশিক্ষিত মায়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।

(৮) নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার, চাকরিজীবী, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে শিক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে।

(৯) অভিভাবকগণ যেসব ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে আপত্তি জানায়, নৈশ বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষার সেই পথ সুগম করবে।

(১০) নৈশ বিদ্যালয় চালু হলে সচেতন নাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবে পরিণত করার জন্য একদিকে যেমন জনসাধারণের একান্ত সহযোগিতার প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি সরকারেরও সুদৃষ্টি প্রয়োজন। এ ব্যাপারে স্থানীয় ধনী শ্রেণী, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক, খাতা, কলম, কালি প্রদান করার ব্যবস্থা সরকারের করতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে নৈশ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার করার জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হবে। নৈশ বিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়ায় কৃতিত্বের পরিচয় দেবে তাদের মাঝে সাধারণ বৃত্তি এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীরা নৈশ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় উৎসাহ বোধ করবে। যারা নৈশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষা দেবেন তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

—মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন,
গ্রাম ঃ বাইশটেকী,
পোঃ বরাব,
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।